দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 10 NOV 1998 ...
পৃষ্ঠা 7 কলাম ...7...

এসএসসি এইচএসসিতে রেফার্ড পদ্ধতি চালু হচ্ছে

রাশেদ আহমেদ ।। এসএসসি ও এইচএসসিতে আবার রেফার্ড পদ্ধতি চালু করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এ বছরের ফেল করা ছাত্রছাত্রীরা এই সুযোগ নিতে পারবে।

চলতি বছর এসএসসি ও এইচএসসিতে যেসব পরীক্ষার্থী মাত্র একটি বিষয়ে ফেল করে পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েছে, আগামী বছর তারা শুধু ঐ একটি বিষয়ে পরীক্ষা দিয়েই পাস করতে পারবে। এখন থেকে প্রতিবছর এ নিয়ম চালু থাকবে। ৫টি শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানদের সাথে শিক্ষামন্ত্রীর অনুষ্ঠিত এক সভায় রেফার্ড পদ্ধতি প্রবর্তনের এ সিদ্ধান্ত হয়েছে সম্প্রতি। সংশ্লিষ্ট এক সূত্র এ তথ্য জানিয়েছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে ঝরে পড়া ছাত্রছাত্রীর আধিক্য কমানোর জন্যেই এই পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়েছে।

সূত্র জানায়, সভায় সিদ্ধান্ত হয়, যেসব ফেল করা ছাত্রছাত্রী এই সুযোগ নিতে আগ্রহী তাদের ফরম ফিলাপ করতে হবে নিয়মিত এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার ফরম ফিলাপের সাথেই। তাদের পরীক্ষাও দিতে হবে ঐ একই সময়সূচিতে। তবে এরা বিশেষ পরীক্ষার্থী হিসেবে চিহ্নিত হবে এবং সংশ্লিষ্ট ফেলা করা বিষয়েই পরীক্ষা দেবে। এসব বিশেষ পরীক্ষার্থীর পাসের কোন বিভাগ দেয়া হবে না। বিশেষ পাস হিসেবে তাদের সার্টিফিকেট হবে। পদ্ধতি ঃ পৃঃ ১১ কঃ ৬

পদ্ধতি ঃ চালু হচ্ছে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

আরো নিয়ম করা হয়েছে যেসব পরীক্ষার্থীর রেজিস্ট্রেশন ৩ বছর হয়ে গেছে তারা এই বিশেষ পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবে না। অর্থাৎ নিয়মিত কোন পরীক্ষার্থীর জন্যে পরপর দু' বছর এই বিশেষ পরীক্ষায় অংশ নেয়ার সুযোগ থাকবে।

সূত্র জানিয়েছে, কোন ছাত্র যদি এইচএসসিতে ইংরেজি বিষয়ে ফেল করে অকৃতকার্য হয়, পরপর দুই বছরের মধ্যে সে ঐ বিষয়ে পুনরায় পরীক্ষা দিয়ে কৃতকার্য হতে পারবে। তবে কোন ফেল করা পরীক্ষার্থী যদি পরের বছর সব বিষয়ে পরীক্ষা দিয়ে পাস করতে চায় সে সুযোগও তার রয়েছে।

সূত্রমতে, প্রতিবছর দেশে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার এক বিষয়ে খারাপ করে অকৃতকার্য হয় এমন সংখ্যা অনেক। পরের বছর আবার সব বিষয়ে পরীক্ষা দিয়ে তারা আবার অন্য কোন বিষয়ে ফেল করে বসে। এভাবে তাদের আর পাস করা হয়ে ওঠে না। আবার সববিষয়ে পরীক্ষা দিতে হবে এই ভয়ে অনেকে লেখাপড়া ছেড়ে দেয়। এভাবে লেখাপড়ায় ঝরে পড়ার সংখ্যা বেড়ে যায়। এই প্রবণতা রোধ করার জন্যেই নতুন এই পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়েছে। ইতোপূর্বে পাকিস্তান আমলে রেফার্ড পদ্ধতি ছিল। পরবর্তীতে তা তুলে দেয়া হয়। বর্তমানে ডিগ্রিতে এই পদ্ধতি রয়েছে।